দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 3 0 DEC 2006
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শিক্ষাঙ্গন-২০০৬

মুজাহিদুল ইসলাম

দাবী আদায়ের জন্য বেসরকারী শিক্ষকদের ধর্মঘট —ইত্তেফাক

শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। সে কথা নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। জাতির মেরুদণ্ড যে শিক্ষা সেই শিক্ষাঙ্গনই অন্যান্য বছরের তুলনায় এ বছর ছিল অন্যরকম। বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের ঘোষণা, শিক্ষক ধর্মঘট, ছাত্র অসন্তোষ, প্রশ্নপত্র ফাঁসসহ নানারকম অরাজক পরিবেশ বিরাজ করেছে শিক্ষাঙ্গনে। আবার নানা রকম অরাজক পরিবেশের মধ্যেও অনেক সাফল্যও এসেছে এবারকার বছরে।

শিক্ষাঙ্গনে ঘটে যাওয়া কিছু ঘটনাঃ

বুয়েটঃ বাংলাদেশের শিক্ষা ক্ষেত্রে যে কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় দীর্ঘদিন ধরে তাদের সুনাম অক্ষুণ্ন রেখে আসছে তাদের মধ্যে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) একটি। কিন্তু ৩১ জুলাই বুয়েটের শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের ফলে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হয়ে যায় বুয়েট।

পরীক্ষায় যথেষ্ট প্রস্তুতি না থাকায় পরীক্ষা পেছানোর দাবিতে বুয়েটের শিক্ষার্থীরা ৩০ জুলাই আন্দোলনে নামে। এর আগে শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের মুখে বিশ্বকাপ খেলার জন্য প্রায় দেড় মাস উক্ত পরীক্ষা পেছানো হয়েছিল। পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী ১ আগস্ট-টার্ম ফাইনাল পরীক্ষা শুরু হবার কথা। কিন্তু পরীক্ষা শুরুর মাত্র দুইদিন আগে শিক্ষার্থীরা পরীক্ষা পেছানোর দাবি জানালে বুয়েট কর্তৃপক্ষ জানায়, পরীক্ষা পেছানো হবে না। বুয়েট কর্তৃপক্ষর এই অনড় সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠে শিক্ষার্থীরা এবং এক পর্যায়ে তারা রাস্তায় নেমে আসে। রাস্তা অবরোধ এবং বিভিন্ন একাডেমিক ভবন ও হলগুলোতে ব্যাপক ভাংচুর করে তারা। ফলে কর্তৃপক্ষ অনির্দিষ্টকালের জন্য ক্যাম্পাস বন্ধ ঘোষণা করতে বাধ্য হয়।

শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ঃ

পাঁচ দফা দাবির পরিপ্রেক্ষিতে আগারগাঁওস্থ শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় দীর্ঘদিন ধরেই ছিল উত্তাল। ২৭ জুলাই থেকে আন্দোলনের তীব্রতা বৃদ্ধি পায় এবং ৩১ জুলাই ক্যাম্পাসে ব্যাপক ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে। ঐ দিনই আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা ঘুষখোর কর্মকর্তাদের বরখাস্ত এবং সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দাবি আদায়ের জন্য ভিসির অফিসের সামনে শান্তিপূর্ণ অবস্থান ধর্মঘট করে। কিন্তু দাবির ব্যাপারে কোন আশ্বাস না পাওয়ায় শিক্ষার্থীরা ক্যাম্পাসে তাণ্ডব চালায়।

ইডেন কলেজঃ নারী শিক্ষার অগ্রণী প্রতিষ্ঠান ইডেন কলেজ। অথচ সেই প্রতিষ্ঠানেই ১৪ মার্চ সাধারণ ছাত্রীদের উপর ছাত্রদলের হামলা ও সংঘর্ষে ১৬ জন আহত হয়। ইডেন কলেজের এই অস্থিতিশীলতার নেপথ্যে ছিল সরকারি ছাত্রী সংগঠনের নেত্রীবৃন্দের অবৈধ সিট বাণিজ্য এবং বৈধ ছাত্রীদের সিটে উঠতে না দেয়াসহ না কাহিনী।

শাহজালাল প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ঃ একটি প্রাইভেট মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রদের সাথে শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের কথা কাটকাটির এক পর্যায়ে মারামারি হয়। পরবর্তীতে শা'বির ছাত্ররা উক্ত মেডিক্যাল কলেজের দিকে যেতে চাইলে কোন উত্তেজনা ছাড়াই পুলিশ খুব কাছ থেকে ছাত্রদের উপর গুলি ছোঁড়ে। এতে ঘটনাস্থলেই পাঁচ ছাত্র লুটিয়ে পড়ে। ঢাকার সামরিক হাসপাতালে মোশারফ হোসেন শামীম নামের এক ছাত্রের মৃত্যু হলে পরিস্থিতি চরম আকার ধারণ করে। ছাত্ররা ক্ষিপ্ত হয়ে ভিসির বাসভবনের তালা ভেঙ্গে ব্যাপক ভাংচুর করে। অবস্থা বেগতিক দেখে ছাত্রদের চাপের মুখে ভিসি পদত্যাগের ঘোষণা দেন।

স্ট্যামফোর্ড ইউনিভার্সিটিঃ

শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকদের এ বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে অভিযোগ ছিল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যেসব সুবিধা পাওয়ার কথা তা তারা পাচ্ছে না। বিশেষ করে বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষার্থীরা ল্যাব সুবিধা ঠিকমত না পাওয়ায় ১৩ মে শিক্ষার্থী ও অভিভাকদের দীর্ঘদিনের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। ফলশ্রুতিতে সৃষ্টি হয় দাঙ্গা-হাঙ্গামার। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাদের সমস্যা নিরসনের ব্যাপারে ইতিবাচক ভূমিকা গ্রহণ করায় সেখানে ছাত্র অসন্তোষ এখন প্রশমিত হয়েছে।

দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ঃ

এ বিশ্ববিদ্যালয়য়ে উপাচার্য পদ নিয়ে দুই শিক্ষকের মধ্যে শুরু হয় কোন্দল। শিক্ষকদের মধ্যে লড়াইয়ে শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হওয়ায় ১৩ ও ১৪ মে জটিলতা নিরসনের জন্য ক্যাম্পাসের গেটে তালা ঝুলিয়ে দেয়া হয়। বর্তমানে এ সংকট আর নেই। শিক্ষার্থীরাও পুনরায় ফিরে এসেছে শিক্ষাঙ্গনে।

শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজঃ

চাঁদাবাজি ও এলাকায় আধিপত্য নিয়ে রাজধানীর সুত্রাপুর এলাকার শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মুরাদ হোসেন সেন্টু ও তার সহযোগী মাসুমকে সন্ত্রাসীরা গুলি করে হত্যা করেছে।

শিক্ষক ধর্মঘটঃ এ বছরে দেশের অন্যতম একটি আলোচিত বিষয় ছিল দাবি আদায়ের লক্ষ্যে শিক্ষকদের একটানা ধর্মঘট। শিক্ষকরা মানুষ গড়ার দায়িত্ব নিলেও তাদেরও রয়েছে নানান সীমাবদ্ধতা। খাওয়া পরার সংস্থান করাটাই যেখানে দুষ্কর সেখানে তাদের কাছ থেকে মানুষ গড়ার মতো কঠিন ব্রত পালনের প্রত্যাশা দুরাশা বই নয়! শিক্ষকদের এ ধর্মঘটের ফলে স্থবির হয়ে পড়ে শিক্ষাঙ্গনের শিক্ষার কার্যক্রম, ২৯ হাজার ৫৫৯টি স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসার প্রায় ১ কোটি ৩৮ লাখ ৪০ হাজার ১৬৪ জন শিক্ষার্থীর লেখা পড়া বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হয়। অবশেষে শিক্ষকদের ধর্মঘটের মুখে সরকার তাদের বেতন বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন দাবি পূরণে সম্মত হয়। ফলে শিক্ষাঙ্গনে আবারও ফিরে আসে স্থিতিশীল পরিবেশ।

বিশ্ববিদ্যালয় গ্রেডিং পদ্ধতি চূড়ান্তঃ

দীর্ঘ এক বছরের বেশি সময় আলাপ আলোচনার পর অবশেষে গ্রেডিং পদ্ধতি এ বছর চূড়ান্ত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিমনের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. এম আসাদুজ্জামানের সভাপতিত্বে দেশের সকল পাবলিক এবং বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসিদের সভায় অভিন্ন গ্রেডিং পদ্ধতির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়।

বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণাঃ

দেশের বেসরকারি ৫ বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। বন্ধের সিদ্ধান্ত হওয়া বিশ্ববিদ্যালয়গুলো হলঃ কুইন্স ইউনিভার্সিটি, পুন্ড্র ইউনিভার্সিটি, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়, আমেরিকা বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি এবং সেন্ট্রাল ইউমেন্স ইউনিভার্সিটি।

প্রশ্নপত্র ফাঁসঃ প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা নতুন কোন বিষয় নয়। এ বছরও ২৭তম বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা অনেককেই মর্মাহত করেছে। এছাড়াও মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি পরিক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় এবছর শিক্ষার্থীসহ অভিভাবকগণ ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেন। প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় অনেক শিক্ষার্থী ভাল পরীক্ষা দিয়ে চান্স পায়নি মেডিক্যাল কলেজে।

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের ফলাফল ও শিক্ষার্থীদের দুশ্চিন্তাঃ মাধ্যমিকঃ-গ্রেডিং পদ্ধতিতে ২২ জুন ষষ্ঠবারের মত প্রকাশিত হয়েছে এসএসসি পরীক্ষার ফল। দেশের ৭টি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত এ পরীক্ষায় সারাদেশের গড় পাসের হার ছিল ৫৯.৪৭ ভাগ। যাদের মধ্যে জিপিএ-৫ পেয়েছে ২৪ হাজার ৩৮৪ জন পরীক্ষার্থী। গত বছর এই সংখ্যা ছিল ১৫ হাজার ৬৩১ এবং এর আগের বছর ছিল ৮ হাজার ৫৯৭ জন। বাংলাদেশ শিক্ষা, তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর (ব্যানবেইস) তথ্যমতে সারাদেশে একাদশ শ্রেণীতে মোট আসন সংখ্যা ছিল ৩ লাখ ৬০ হাজার। অথচ এবার পাস করেছে ৪ লাখ ৬৬ হাজার ৭৩২ জন শিক্ষার্থী। সে হিসেবে ১ লাখ ৬ হাজার ৭৩২ জন শিক্ষার্থী ভর্তির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে। আর যেহেতু জিপিএ-৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের অধিকাংশেরই লক্ষ্য ছিল ভাল কোন কলেজে ভর্তি হওয়ার; তাদের অনেকেই ভর্তি হতে পারেনি মনের মত কোন কলেজে।

উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ঃ ৭ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত হয়েছে উচ্চ মাধ্যমিক (এইচএসসি) পরিক্ষার ফল। যেখানে সারাদেশে গড় পাসের হার ছিল শতকরা ৬৩ দশমিক ৯২ ভাগ। এদের মধ্যে জিপিএ-৫ পেয়েছে ৯ হাজার ৪৫০ জন শিক্ষার্থী। ১৯৯৫ সালের ফলাফলে যেখানে জিপিএ-৫ প্রাপ্তদের সংখ্যা ছিল ৫ হাজার ৫০৯ জন। এর আগের বছর ছিল ৩ হাজার ৩৬ জন। অথচ ২০০৩ সালে এইচএসসির গ্রেডিং পদ্ধতির প্রথমবারে জিপিএ-৫ পেয়েছিল মাত্র ২০ জন। শিক্ষাক্ষেত্রে গ্রেডিং পদ্ধতির এ অস্বাভাবিক উন্নতি অনেককেই বিস্মিত করেছে। কেউ কেউ ভাবছেন শিক্ষাক্ষেত্রে এই ফলাফলকে রাজনৈতিক ইস্যু হিসেবে ব্যবহার করেছে সরকারি দল। তবে শিক্ষার্থীদের আগের তুলনায় পড়াশুনার মান বাড়লেও মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে গ্রেডিং পদ্ধতির জয় না বিপর্যয় হয়েছে এ নিয়ে অনেকেই দোদুল্যমান হয়ে পড়েছেন। □